ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষের উত্তাপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজ করছে ভয় ও আশঙ্কা। সংঘর্ষ থামলেও উ
ছাত্রদল ক্যাম্পাসে 'প্রাপ্য রাজনৈতিক অধিকার' প্রতিষ্ঠায় একবিন্দু ছাড় না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। অপরদিকে ছাত্রলীগ ছাত্রদলের ক্যাম্পাসে প্রে
উল্লেখ করে তাদের প্রতিহতের ঘোষণা দিয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতারা বলছেন, অছাত্র, বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে ঢুকে শান্তিপ্
হবে না। এ অবস্থায় ছাত্রদলকে প্রতিহত করতে শনিবার টানা পঞ্চম দিনের মতো ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়ে মহড়া দেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। ত
করেনি। আজ রোববার পরিস্থিতি বুঝে সংগঠনটির সাবেক ও বর্তমান নেতাদের পরামর্শ অনুযায়ী ক্যাম্পাসে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিতে পারে ছাত্রদল। ত
কর্মসূচি দিয়ে মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের হামলার পর সারা দেশে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে বিএনপি। ছাত্রদলের পাশাপাশি যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই প্রতিবাদে অংশ নেন। এ সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ অবস্থার মধ্যে ক্যাম্পাসে আজ ছাত্রদল প্রবেশ করলে ফের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে। কারণ
এতে পরিস্থিতি ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলেন, বিরোধী মতকে সহ্য করার মানসিকতা না থাকলে এবং বত
শব্দ ব্যবহার হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে না। বরং ফের সংঘর্ষ হবে এবং হতাহতের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। নির্বাচনের আগে এমন অবস্থা তৈরি হ
করছেন তারা।

জানতে চাইলে ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় যুগান্তরকে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সব সংগঠনের স্বাভা
রয়েছে। এ কারণেই ক্যাম্পাসে এখন কোনো অরাজকতা নেই। ছাত্রদল এটা মেনে নিতে পারছে না। তারা এখন বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরির পাঁয়তারা ক
ঢুকে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করেছে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ওপর দফায় দফায় হামলা চালিয়েছে। এতে আমাদের অনেক নেতাকর্মী আ
পরিচালনার কথা বলে তাদের এমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। আমরা যে কোনো মূল্যে তাদের প্রতিহত করব। পাশ
সাধারণ সম্পাদক যে কটূক্তি করেছেন, সেজন্য তাকে ক্ষমা চাইতে হবে। তা নাহলে তাদেরও ক্ষমা নেই।

এদিকে ছাত্রদল সভাপতি কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণ যুগান্তরকে বলেন, বহিরাগত বলতে ছাত্রলীগ কী বোঝাতে চায়, এটা পরিষ্কার করতে
হামলা-নিপীড়নকে বৈধতা দেওয়ার একটি কৌশল। ছাত্রলীগ কি বলতে পারবে যে, তাদের কর্মসূচিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কেউ আসে ন
মহানগরের নেতাকর্মীরা থাকে। সম্প্রতি সব হামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়, ছাত্রলীগের এমন অনেকের ছবিও গণমাধ্যমে এসেছে। আর
করে প্রতিটি ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হয়ে থাকে। এই কর্মসূচিতে সব ইউনিটের নেতাকর্মীরা অংশ নেবে, এটাই স্বাভাবিক। এভাবেই চলে
বারবার বহিরাগত বলায় আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কর্মসূচিতে মহানগরের নেতাকর্মীদের থাকতে বলি না। এখানে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাকর্মীরা যান। এতেও যদি তাদের সমস্যা থাকে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঠিক করে দিক কারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে যেতে
সংগঠন সেই নির্দেশনা মানে তবে আমরাও মানতে প্রস্তুত। কিন্তু বহিরাগত তকমা দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং হামলা কোনোভাবে
কর্মসূচি চালিয়ে যাব।

এদিকে শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরেজমিনে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, টিএসসির পায়রা চত্বর, সড়কদ্বীপ, মধুর ক্যান্টিন, দো
স্লোগান দিচ্ছেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের পাশাপাশি ঢাকা মহানগরের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। তারা ক্যাম্পাসে
কোথাও আবার নেতাকর্মীরা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গেয়েছেন। বেলা ১২টা পর্যন্ত চলে তাদের এই অবস্থান ও মহড়া। এরপর তাদের হলে ফিরতে